গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
বোদা,পঞ্চগড়
www.uno.boda.panchagarh.gov.bd

স্মারক নং: ০৫.৪৭.৭৭২৫.০০০.০৬৪.২৩-১৯

তারিখ: ২১ পৌষ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ / ০৫ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

"সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০০৯" এর আলোকে ২০ (কুড়ি) একর পর্যন্ত বদ্ধ খাস জলাশয় সমূহের ১৪৩২ বাংলা সন হতে ১৪৩৪ বাংলা সনে বন্দোবস্তের জন্য অনলাইন ইজারা বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমবায় সমিতি লি. এর সভাপতি/সম্পাদকগণকে জানানো যাচ্ছে যে, ভূমি মন্ত্রণালয়, সায়রাত-১ শাখার ১৭/১২/২০২৪ খ্রিঃ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৫০.৬৮.০২০.০৯(অংশ-২).৬৯৪ নং স্মারকের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনাধীন নিম্নবর্ণিত ইজারাযোগ্য অনূর্ধ্ব ২০.০০ একর নিম্ন আয়তনের খাস জলমহাল/পুকুরসমূহ "সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০০৯" এর আলোকে বাংলা ১৪৩২-১৪৩৪ বাংলা সন (০৩ বছর মেয়াদী) পর্যন্ত বন্দোবস্ত প্রদানের নিমিত্ত নিম্নোক্ত শর্তে অনলাইনে আবেদন আহবান করা যাচ্ছে।

আবেদন ফরম ক্রয় ও দাখিল : জলমহাল ইজারা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী www.minland.gov.bd ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে অনলাইনে আবেদনপত্র দাখিল ও দাখিলকৃত আবেদনের প্রিন্ট কপি (যাবতীয় কাগজাদিসহ) উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, বোদা, পঞ্চগড় এ দাখিল করা যাবে।

জলমহাল ইজারা প্রদানের পদ্ধতি

ক্র. নং	দরপত্র সিডিউল বিক্রয়ের তারিখ	গৃহীত কার্যক্রম	মন্তব্য
১	০১ মাঘ থেকে ১৪ মাঘের মধ্যে	অনলাইনে ইজারার আবেদন দাখিল।	
২	১৪ মাঘ থেকে পরবর্তী ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে	অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদনের প্রিন্টেড কপি ও জামানতের মূল কপি সীলগালা মুখ বন্ধ খামে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে দাখিল।	
৩	২০ মাঘ থেকে ২৬ মাঘের মধ্যে	অনলাইনে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ এবং দাখিলকৃত প্রিন্টেড কপি যাচাই-বাছাই।	
৪	২৭ মাঘ থেকে ০৪ ফাল্গুনের মধ্যে	উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপন ও অনুমোদন।	
৫	০৫ ফাল্গুন থেকে ২৫ ফাল্গুনের মধ্যে	ইজারা অনুমোদনের জন্য জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং জেলা প্রশাসক কর্তৃক অনুমোদন।	
৬	২৬ ফাল্গুন থেকে ২৮ ফাল্গুনের মধ্যে	উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক ইজারাদেশ প্রদান ও ইজারা গ্রহীতাকে অবহিতকরণ।	
৭	২৯ ফাল্গুন থেকে ২০ চৈত্রের মধ্যে	ইজারা গৃহীতা কর্তৃক নির্ধারিত কোডে ইজারা মূল্য জমা প্রদান এবং ইজারাগ্রহীতার সাথে ইজারা চুক্তি সম্পাদন।	
৮	১ বৈশাখ	ইজারা গৃহীতাকে জলমহালের দখল বুঝিয়ে দেয়া।	

নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সভাপতি/সম্পাদককে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে অথবা www.jm.lams.gov.bdলিংকে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে অনলাইনে আবেদন দাখিল করতে হবে। ইজারার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নিকটবর্তী/তীরবর্তী নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিগুলো উপযুক্ত যোগ্যতা সাপেক্ষে অগ্রাধিকার পাবে।

১৪৩২ বাংলা সন হতে ১৪৩৪ বাংলা সন মেয়াদে ইজারাযোগ্য জলমহালের তালিকা

ক্র.নং	ইউনিয়নের নাম	তফশীল	পুকুর/জলমহালের নাম	আয়তন (একরে)	সরকারি মূল্য	সিডিউলের মূল্য
১	সাকোয়া	মৌজা-আটিয়াগ্রাম, জেএল নং-১০৭, খতিয়ান নং-০১, দাগ নং-১৮৮	আটিয়াগ্রাম পুকুর	৩.০৫ একর	৬৬,৬৭৫/-	৫০০/-
২	ময়দানদিঘী	মৌজা-হরিপুর জোত সমাস, জেএল নং-৫৪, খতিয়ান নং-০১, দাগ নং-১২৪, ১২৫	ময়দানদিঘী পুকুর	১৬.০৩ একর	৩,৫৭,০০০/-	৫০০/-
৩	চন্দনবাড়ী	মৌজা-চন্দনবাড়ী, জেএল নং-১৪১, খতিয়ান নং-০১, দাগ নং-১১৩২	হাওয়ার দিঘী	০.৪৮ একর	১৮,১৯০/-	৫০০/-
৪	বেংহারী বনগ্রাম	মৌজা- আরাজি সুভাসুজন, জেএল নং-১১৬, খতিয়ান নং-০১, দাগ নং-৬৭১	মোলানী দিঘী	১.৯৭ একর	৪৫,৭৫৬/-	৫০০/-
৫	ঝলইশালশিরী	মৌজা- আরাজি শিকারপুর, জেএল নং-২৫, খতিয়ান নং-০১, দাগ নং-৭৫০	হাড়িডোবা	০.৯১ একর	৭০,৫৬৩/-	৫০০/-
৬	মাড়েয়া বামনহাট	মৌজা- ইসলামপুর, জেএল নং- ৮৭, খতিয়ান নং-০১, দাগ নং- ৮৫	সলিমাবাদ পুকুর	১.০০ একর	৩৭,৮৯৪/-	৫০০/-
৭	বড়শশী	মৌজা- দেবত্তর ভিতরগড় বদেশ্বরী, জেএল নং- ৮৪, খতিয়ান নং-০১, দাগ নং- ১৭৪১	বদেশ্বরী পুকুর	০.৪৬ একর	১৭,৪৩০/-	৫০০/-

শর্তাবলী :

০১। আবেদনে উদ্ধৃত মূল্যের ২০% অর্থ যে কোন তফসিলি ব্যাংক হতে ব্যাংক ড্রাফট/পে অর্ডারের মাধ্যমে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বোদা এর অনুকূলে জামানত হিসেবে সংযুক্ত করতে হবে। উক্ত জামানতের অর্থ শেষ বৎসরে ইজারা মূল্যের সাথে সমন্বয় করা হবে।

০২। কমিটির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সর্বোচ্চ বৈধ দরদাতাকে প্রথম বছরের সাকুল্য ইজারা মূল্য সিদ্ধান্ত প্রদানের ১৫(পনের) দিনের মধ্যে সরকারের "জলমহাল ও পুকুর ইজারা ১/৪৬৩১/০০০০/১২৬১" নং কোডে জমা প্রদান করতে হবে। সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধের পর ইজারাদারকে নিজ খরচে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সাথে ৩০০/- টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে চুক্তি সম্পাদন পূর্বক জলমহালের দখল গ্রহণ করতে হবে। চুক্তি সম্পাদন ব্যতিরেকে জলমহালের দখল প্রদান করা হবে না। জামানতের ২০% অর্থ শেষ বছরের ইজারা মূল্যের সাথে সমন্বয় করা হবে। ২য় বছরের সম্পূর্ণ ইজারা মূল্য ১ম বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। ৩য় বছরের সম্পূর্ণ ইজারা মূল্য পূর্ববর্তী বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে সমুদয় ইজারামূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইজারা বাতিল করতে পারবেন এবং জামানতের অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে। কোনক্রমেই ইজারার অর্থ আংশিক বা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে না।

০৩। ইজারা মূল্যের সাথে মোট ইজারা মূল্যের উপর ১৫% হারে ভ্যাট ১১৪১১০১ নং কোডে এবং মোট ইজারা মূল্যের ১০% হারে আয়কর ১১১১১০১ নং কোডে জমা দিয়ে চালানের কপি অত্রাফিসে জমা দিতে হবে। ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধ ব্যতিত জলমহালের দখল প্রদান করা হবে না।

০৪। বন্দোবস্তকৃত জলমহালগুলি কোন ক্রমেই সাবলীজ দেওয়া যাবে না। যদি সাবলীজ দেয়া হয়, তা হলে উক্ত জলমহালের ইজারা/বন্দোবস্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসার বাতিল করতে পারবেন এবং জামানতসহ জমাকৃত ইজারামূল্য সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে। ঐ ইজারা গ্রহীতা সমিতি পরবর্তী ০৩ (তিন) বছর কোন জলমহালের ইজারার জন্য বা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য আবেদন করতে পারবেন না।

০৫। তথ্য গোপন করে বা ভুল তথ্য পরিবেশন করে কোন মৎস্যজীবি সংগঠন/সমিতি যদি জলমহাল বন্দোবস্ত পায়, তাহলে তাদের নামে ইজারা/বন্দোবস্তকৃত জলমহাল উপজেলা নির্বাহী অফিসার বাতিল করতে পারবেন এবং জামানতের অর্থসহ জমাকৃত ইজারামূল্য সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে।

০৬। কোন মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি/সংগঠন/সমিতিকে ০২(দুই) টির অধিক জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদান করা হবে না।

০৭। সংশ্লিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবিদের সমিতি বা সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধিত যে সংগঠন/সমিতিসমূহ নির্দিষ্ট তা তীরবর্তী জলমহাল ব্যবস্থাপনার জন্য আবেদন করতে পারবে, কোন ব্যক্তি বা অনিবন্ধিত সংগঠন আবেদন করতে পারবে না। উক্ত সমিতিতে প্রকৃত মৎস্যজীবি

ব্যতিত অন্য কোন সদস্য থাকলে বা কার্যনির্বাহী কমিটিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবি নহেন, তাহলে উক্ত সমিতি আবেদনের যোগ্য হবে না। প্রকৃত মৎস্যজীবিদের সমিতি যারা সমাজসেবা অধিদপ্তরে নিবন্ধিত, যেখানে প্রকৃত মৎস্যজীবি ছাড়া অন্য কোন সদস্য নেই, তারাও আবেদনে অংশগ্রহনের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হবেন।

০৮। নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র দাখিলের সময় প্রকৃত মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি/সমিতি তাদের সদস্যদের নামের তালিকা (ঠিকানাসহ) এবং নির্বাহী সদস্যদের নামের তালিকা (ঠিকানাসহ) সংযুক্ত করবেন এবং একইসাথে তার অনুলিপি উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট দাখিল করবেন।

০৯। জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী নিবন্ধিত মৎস্যজীবি সংগঠন/সমিতিগুলো প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে অগ্রধিকার পাবে। সরকারী জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০০৯ এ উল্লিখিত সংজ্ঞা ও যোগ্যতা অনুযায়ী আগ্রহী নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি বা সমিতিকে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সচিবের সীল সম্বলিত স্বাক্ষরসহ নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্রের সাথে সংগঠন/সমিতির নির্বাচিত কমিটি, গঠনতন্ত্রের কপি, ব্যাংক একাউন্টের লেনদেন সংক্রান্ত প্রত্যয়ন পত্রসহ প্রয়োজনীয় তথ্য ও সত্যায়িত ছবি সংযোজন করতে হবে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবি সংগঠন/সমিতি ৩ (তিন) বছর মেয়াদী লীজ পাওয়ার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জলমহাল এর মৎস্য চাষ/উৎপাদন/সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা/ রুপরেখা সংযুক্ত করতে হবে। আবেদন অসম্পূর্ণ থাকলে তা বাতিল যোগ্য হবে।

১০। জলমহাল ইজারার মেয়াদ ১ বৈশাখ ১৪৩২ বাংলা থেকে শুরু হবে এবং বছরের যে কোন সময়ে জলমহালের ইজারা গ্রহণ করলেও ইজারার মেয়াদ ১ বৈশাখ থেকে কার্যকর হবে এবং বাংলা ১৪৩৪ সনের ৩০ চৈত্র তারিখ তা শেষ হবে।

১১। আবেদনকারী কোন মৎস্যজীবি সংগঠন/সমিতিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবি নহেন তাহলে উক্ত সমিতি জলমহাল বন্দোবস্তের অযোগ্য বিবেচিত হবে। এছাড়া আবেদনকারী মৎস্যজীবি সংগঠন/সমিতি যেগুলো বর্তমানে কার্যকর আছে তার প্রমাণস্বরুপ উপজেলা সমবায়/সমাজসেবা কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যয়ন পত্র আবেদনের সঙ্গে দাখিল করতে হবে এবং সাথে বিগত ২ (দুই) বছরের অডিট রিপোর্ট দাখিল করতে হবে। তবে নতুন সংগঠনের/সমিতির জন্য অডিট রিপোর্টের প্রয়োজন হবে না।

১২। মৎস্যজীবি সংগঠন/সমিতি এর সাথে কোন জঙ্গি সম্পৃক্ততা থাকলে এবং পূর্বের কোন জলমহালের ইজারামূল্য পরিশোধে খেলাপী হয়ে থাকলে অথবা জলমহাল সংক্রান্ত কোন সার্টিফিকেট মামলা কিংবা অন্য কোন আদালতে মামলা থাকলে সংশ্লিষ্ট সংগঠন/সমিতিকে জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদান করা যাবে না।

১৩। সময়মত লীজমানি পরিশোধ না করা, তথ্য গোপন করা কিংবা অন্য কোন অনিয়মের কারনে জলমহালের লীজ বাতিল করা হলে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি উক্ত জলমহাল পুনরায় যথানিয়মে লীজ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

১৪। ইজারা প্রদত্ত জলমহালগুলো ইজারা চুক্তির কোন শর্ত লংঘিত হচ্ছে কিনা সেজন্য বিদ্যমান মৎস্য আইনের আওতায় জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ভ্রাম্যমান আদালত গঠন করে জলমহাল ইজারা চুক্তি ভঙ্গের কারণে ইজারাদারদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

১৫। ইজারা মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট জলমহালের উপর ইজারা গ্রহীতার সকল অধিকার বিলুপ্ত হবে। ইজারা মেয়াদ শেষে কোন জলমহালের উপর ইজারা গ্রহীতার কোন প্রকার দাবী/অধিকার/স্বত্ব থাকবে না এবং উক্ত জলমহালের সকল অধিকার, স্বত্ব ও দখল স্বয়ংক্রিয়ভাবে উপজেলা নির্বাহী অফিসারতথা সরকারের নিকট ন্যস্ত হবে।

১৬। ইজারার মেয়াদ শেষ হলে মাছ সংগ্রহের জন্য অতিরিক্ত কোন সময় মঞ্জুর করা যাবে না।

১৭। সকল বদ্ধ ও উন্মুক্ত জলমহালে মৎস্য সম্পদ পরিচর্যামূলক ক্ষেত্রে ভিত্তিক গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মৎস্য বিজ্ঞানীদের অবাধ বিচরণ, তথ্য সংগ্রহ ও নিজ খরচায় নমুনা আহরণ, পরিবেশগত তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধিকার থাকবে, এজন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে অবহিত করতে হবে।

১৮। উপজেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধায়নে এবং মৎস্য অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের কারিগরী সহায়তায় জলমহালের ভৌত ও জৈবিক দিকসমূহের **(Physical and Biological parameters)** সর্বশেষ অবস্থা এবং পানির গুনগত মান সম্পর্কে জরিপ পরিচালনা করা যাবে যা নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর হালনাগাদ করা হবে।

১৯। বন্দোবস্তকৃত/ইজারাকৃত জলমহালের কোথাও প্রবাহমান প্রাকৃতিক পানি আটকে রাখা যাবে না।

২০। যে সকল জলমহালসমুহ থেকে (নদী, হাওর, খাল ইত্যাদি) জমিতে সেচ প্রদানের সুযোগ রয়েছে সেখান থেকে সেচ মৌসুমে সেচ প্রদান বিঘ্নিত করা যাবে না। যে সকল বদ্ধ জলমহাল বন্দোবস্ত/ইজারা দেয়া হবে, সেখান থেকে মৎস্য চাষের ক্ষতি না করে পরিমিত পর্যায়ে সেচ কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ থাকবে। এ ব্যাপারে ২০ একর পর্যন্ত সরকারী জলমহালের ক্ষেত্রে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

২১। সরকারী জলমহালের পাড়ে সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে বনজ সম্পদ বৃদ্ধির জন্য বন্দোবস্ত গ্রহীতা সমিতি চুক্তিবদ্ধ থাকবেন (ইজারা চুক্তিতে তার উল্লেখ থাকবে)।

২২। সরকারী জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত গ্রহীতা নিবন্ধিত কোন মৎস্যজীবি সমিতি/এনজিওর সাথে কোন জঙ্গিবাদের সম্পৃক্ততা পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট নিবন্ধন কর্তৃপক্ষই তার দায় দায়িত্ব বহন করবেন এবং এরূপ ক্ষেত্রে কোন সরকারী জলমহাল উক্ত সমিতিকে ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়ে থাকলে তা বাতিল করে নতুনভাবে ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদানের ব্যবস্থা করা যাবে।

২৩। মাছের অভয়াশ্রম সৃষ্টি এবং মাছ চাষ ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে নব উদ্ভাবিত প্রযুক্তি প্রয়োগের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় যে কোন জলমহালকে 'সংরক্ষিত' **(Reserved)** জলমহাল হিসাবে চিহ্নিত করে তাদের সুরক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারবেন।

২৪। বর্ষা মৌসুমে যখন ইজারাকৃত জলাশয়, সংলগ্ন প্লাবনভূমির সাথে প্লাবিত হয়ে একক জলাশয় রূপ নেয়, তখন ইজারাদারের মৎস্য আহরণ অধিকার কেবল ইজারাকৃত জলাশয়ের সীমানার ভিতর সীমাবদ্ধ থাকবে।

২৫। ইজারাকৃত বদ্ধ জলাশয়ে রাক্ষুসে মাছ চাষ করা যাবে না।

২৬। ইজারাকৃত জলাশয়সমূহে কোনক্রমেই "মা" মাছ নিধন করা যাবে না।

২৭। জলমহালসমূহের তীরে বা তীরবর্তী সরকারী ভূমিতে পরিবেশ বান্ধব করচবাগের সৃষ্টি করতে হবে যা মাছের নিরাপদ আশ্রয়ভূমি হিসেবে গণ্য হবে। ইজারাকৃত জলমহালে কেহ অতিথি পাখি সহ কোন পাখি শিকার করতে পারবেন না। এই কাজে স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় বন অধিদপ্তর ও মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি/সমিতি/নিবন্ধিত এনজিও/জলমহালের ইজারাদার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

২৮। সরকারী জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা,২০০৯ এ যাই বলা থাকুক না কেন, ভূমি মন্ত্রণালয় জনস্বার্থে সরকারী জলমহালের যে কোন বন্দোবস্ত/ইজারা বাতিল বা সংশোধনসহ যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নীতির পরিবর্তন, পরিমার্জন বা সংশোধনের যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার সংরক্ষণ করে।

২৯। জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদাণের ক্ষেত্রে সময়ে সময়ে জারীকৃত সকল সরকারী নীতিমালা ইজারাদারেরা মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন।

৩০। বন্দোবস্তকালীন সময়ে কর্তৃপক্ষ জলাশয়গুলি খনন/উন্নয়ন মূলক কাজ করতে পারবেন।

৩১। যে কোন দরপত্র গ্রহণ বা বাতিলের ক্ষমতা ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।

৩২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীগন যে কোন সময় লীজ প্রদানকৃত জলমহাল পরিদর্শন করিতে পারবেন।

৩৩। অনলাইনে আবেদন দাখিল সংক্রান্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী মৎসজীবী সমবায় সমিতির সভাপতি/সম্পাদককে মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে অথবা **jm.lams.gov.bd** লিংকে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে অনলাইনে আবেদন দাখিল করতে হবে। এ সংক্রান্ত নির্দেশিকা উক্ত ওয়েব সাইটে আপলোড করা হয়েছে।

৩৪। কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন আবেদন গ্রহন বা বাতিল করার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষন করেন।

৩৫। দরপত্র সংক্রান্ত বিস্তারিত নিয়মাবলী ও তথ্যাদি নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয় হতে জানা যাবে।

০৫/০১/২০২৫

মোঃ শাহরিয়ার নজির
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
বোদা,পঞ্চগড়।
মোবা: ০১৭০৮-৩৯৭৭০৯
E-mail:unoboda@mopa.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
বোদা,পঞ্চগড়
www.uno.boda.panchagarh.gov.bd

স্মারক নং: ০৫.৪৭.৭৭২৫.০০০.০৬৪.২৩-১৯ (১০০)

তারিখ: ২১ পৌষ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ / ০৫ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো ঃ

১। জেলা প্রশাসক, পঞ্চগড়।
২। প্রশাসক,বোদা পৌরসভা, বোদা, পঞ্চগড়।

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা ও বহুল প্রচারের জন্য প্রেরণ করা হলো ঃ

১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার.....(সকল), পঞ্চগড়।
২। সহকারী কমিশনার (ভূমি), বোদা,পঞ্চগড়।
৩। উপজেলা ---------- কর্মকর্তা,বোদা,পঞ্চগড়।
৪। চেয়ারম্যান, ----------ইউ,পি(সকল), বোদা,পঞ্চগড়।
৫। ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, ---------- ইউনিয়ন ভূমি অফিস, বোদা,পঞ্চগড়
তাকে তার ইউনিয়ন ভূমি অফিসের আওতাধীন হাট বাজার সমূহে ঢোল শহরতের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
৬। সম্পাদক/বিজ্ঞাপন ম্যানেজার,.....তাঁর পত্রিকায় স্বল্প পরিসরে বিজ্ঞপ্তিটি ১(এক) দিনের জন্য প্রকাশের অনুরোধ করা হলো।
৭। সভাপতি/সম্পাদক.....মৎস্যজীবী সমিতি,বোদা,পঞ্চগড়।
৮। নোটিশ বোর্ড ।

০৫/০১/২০২৫

মোঃ শাহরিয়ার নজির
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
বোদা,পঞ্চগড়।
মোবা: ০১৭০৮-৩৯৭৭০৯
E-mail:unoboda@mopa.gov.bd